সংবাদ

তারিখ ...... ৩ ·FEB·2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫-৬

এসএসসি পরীক্ষায় বিশৃঙ্খলা ও প্রশ্ন বিভ্রাট

কারণ অনুসন্ধানে সব শিক্ষা বোর্ডকে তদন্তের নির্দেশ

রাকিব উদ্দিন

এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন দেশব্যাপী বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের
অনিয়মিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহ, পুরনো প্রশ্নপত্র বিতরণ, সময়মতো
প্রবেশপত্র সরবরাহ না করা ও অন্য অনিয়মের ঘটনায় শিক্ষা বোর্ড ও মন্ত্রণালয়
ঢালাওভাবে কেন্দ্র সচিব ও শিক্ষকদের দায়ী করছেন। তারা সবাই একে অন্যের
ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। তবে কয়েকজন কেন্দ্র সচিব ও শিক্ষক 'সংবাদ'কে
বলেছেন, শিক্ষা বোর্ডের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, অদক্ষতা ও গাফিলতির জন্যই
পরীক্ষায় নৈরাজ্য ও হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলেন, তিনটি
সিলেবাসের প্রশ্নপত্র সরবরাহ, বাণিজ্যিকভাবে প্রশ্নপত্র বিলি ও বোর্ডের সঠিক
দিকনির্দেশনার অভাবেই এ অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে।
এ অবস্থায় সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
নিচ্ছে সরকার। এসব ঘটনা তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র
সচিব, শিক্ষক ও কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডের
চেয়ারম্যানদের গতকাল নির্দেশ দিয়েছেন এসএসসি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

এসএসসি : পরীক্ষায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ঢাকা শিক্ষা
বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো এখনো বিএনপি-জামায়াতপন্থি কর্মকর্তাদের দখলে।
তাদের প্রত্যক্ষ মদতেই এসএসসি পরীক্ষায় এ নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন তারা
মাঠপর্যায়ের শিক্ষকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শিক্ষার পরিবেশকে বেপতিক পর্যায়ে
নেয়ার পাঁয়তারা করছে। এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা
বোর্ডের সমন্বয়ক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, এখনই বলা
যাচ্ছে না এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কী না। বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষায় মূলত
তিনটি সিলেবাসের (২০১১, ২০১২ ও পুরনো) প্রশ্নপত্র সরবরাহ করাতেই এ
বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এতে কোন
পরীক্ষার্থীই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।
তিনি বলেন, মূলত কেন্দ্র সচিবদের গাফিলতির জন্যই এ ঘটনা ঘটেছে। তদন্তে
যাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাদের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ঢাকাস্থ বরিশাল জেলা
শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
বদরউদ্দিন হাওলাদার 'সংবাদ'কে বলেন, প্রথমদিন তার স্কুলে (কেন্দ্র) ঢাকা-১৩
এলাকার ১৫/২০টি স্কুলের প্রায় আড়াই শ' অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর জন্য ঢাকা শিক্ষা
বোর্ড প্রশ্নপত্র সরবরাহ করেছে এক হাজার ৯০০টি। এতে প্রশ্নপত্র বিতরণে
জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ দায়ী করা হচ্ছে কেন্দ্র সচিবকে। প্রশ্নপত্র বিভ্রাটের
জন্য অহেতুক কেন্দ্র সচিব ও শিক্ষকদের দায়ী না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি
বলেন, সারাদেশে এসএসসির নির্বাচনী পরীক্ষা নেয়া হয়েছে মাত্র একটি প্রশ্নপত্রে।
তা হলে মূল পরীক্ষায় তিনটি প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হলো কেন?
শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন,
এসএসসি পরীক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষায় এ ধরনের ঘটনা
কোনভাবেই কাম্য নয়। বিভিন্ন স্থানে যে সব কেন্দ্র সচিব বা শিক্ষক বা কর্মকর্তার
অসতর্কতা বা কর্তব্যে চরম অবহেলার কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। দোষী
সবার বিরুদ্ধে শীঘ্রই বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি
ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডের
কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে অন্য পরীক্ষাগুলোতে যাতে এ ধরনের
অনভিপ্রেত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। জানা
গেছে, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে প্রশ্নপত্র বিভ্রাটের কারণ অনুসন্ধান এবং দায়ীদের চিহ্নিত
করতে গতকালই কাজ শুরু করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১০টি
মনিটরিং টিম গতকাল বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। তবে কতটি কেন্দ্রে
প্রশ্ন বিভ্রাট হয়েছে তা গতকাল নাগাদ চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।
এ বিষয়ে প্রফেসর ফাহিমা খাতুন জানান, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বোর্ডের পরীক্ষা
নিয়ন্ত্রক এসএম ওয়াহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে দু'সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন
করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্য হলেন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার
সরকার। কমিটি তিন কর্মদিবসের মধ্যে দায়ীদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দিবে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী করণীয় নির্ধারণে আগামী ৯ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক
সভা আহ্বান করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।
বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. বিমল কৃষ্ণ মজুমদার গতকাল
'সংবাদ'কে জানান, তার বোর্ডের তিনটি কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র বিতরণে সমস্যা হয়েছে।
এ ঘটনায় বরগুনার একটি কেন্দ্রের সচিবকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
পটুয়াখালী ও ভোলার দু'টি কেন্দ্রের সচিবকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়েছে।
তাদের জবাব পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।
দ্বিতীয় পরীক্ষায় অনুপস্থিত ও বহিষ্কার : গতকাল অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের
বাংলা (আবশ্যিক) ২য় পত্র এবং মাদ্রাসার কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ পরীক্ষায়
মোট অনুপস্থিত ছিল পাঁচ হাজার ১৫৭ জন এবং বহিষ্কার হয়েছে ২২ জন পরীক্ষার্থী
ও তিন জন পরিদর্শক।
অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক হাজার চার জন, রাজশাহীর
৬৫৮ জন, কুমিল্লার ৩১৩ জন, যশোরের ৪৪৮ জন, চট্টগ্রামের ২২৯ জন, সিলেটের
১১০ জন, বরিশালের ১৩৭ জন, দিনাজপুরের ৩৫২ জন, কারিগরির ৫৪৯ জন এবং
মাদ্রাসা বোর্ডের এক হাজার ৩৫৭ জন।
বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডের দু'জন, যশোরের একজন, বরিশালের
দু'জন, দিনাজপুরের একজন, কারিগরি বোর্ডের ছয়জন এবং মাদ্রাসা বোর্ডের ১০
জন। আর বহিষ্কৃত তিনজন পরিদর্শক হলেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের।